International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 215-223
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.284

মানব জীবনে চতুবর্গ পুরুষার্থের গুরুত্ব

সোমা সরকার

ছাত্রী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

Received: 31.03.2026; Accepted: 04.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper examines the significance of the Caturvarga Purusharthas – Dharma (righteousness), Artha (wealth), Kama (desire), and Moksha (liberation) – in shaping human life within the framework of Indian ethical thought. In the context of contemporary society, marked by moral decline, social disorder, materialism, and increasing violence, the study argues that the neglect of these foundational principles has contributed significantly to ethical and social crises. Drawing upon classical Indian philosophical texts such as the Vedas, Upanishads, and the Bhagavad Gita, the paper explores how each Purushartha functions both independently and in an integrated manner to guide human conduct.

Dharma is presented as the moral foundation that regulates both Artha and Kama, ensuring that the pursuit of material wealth and sensory desires remains ethically grounded. Artha is recognized as essential for sustaining life and fulfilling social responsibilities, but its acquisition must adhere to ethical norms. Kama, encompassing not only physical desire but also emotional and aesthetic fulfillment, is considered legitimate when governed by Dharma. Moksha, as the highest Purushartha, represents liberation from suffering and worldly bondage, achievable through knowledge, ethical conduct, and spiritual discipline.

The study also highlights how different philosophical traditions – including Sāṃkhya, Vedānta, Buddhism, and Jainism – interpret the path to liberation. It concludes that a balanced and conscious application of the four Purusharthas can lead to individual well-being and the creation of a harmonious and morally structured society.

Keywords: Purusharthas, Dharma, Artha, Kama, Moksha, Ethics, Indian Philosophy

বর্তমান বিশ্বে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে হিংসা, দাঙ্গা, ধর্ম নিয়ে হানাহানি, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন ও রেষারেষির প্রকোপ তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যক্তি তথা সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের পরিণাম যার ফল স্বরূপ বর্তমান সমাজ তথা বিশ্ব আজ সংকট মুখি, বর্তমানের এই অবক্ষয়িত সমাজে তাই চতুবর্গ পুরুষার্থের প্রয়োজন মানবজীবনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পুরুষার্থ কথার অর্থ হল - কাম্য বস্তু হিসাবে মানুষ যাকে কামনা করে প্রার্থনা করে, সাধনা করে তাই তার জীবনে পুরুষার্থ। ভারতীয় নীতি শাস্ত্রে মানবজীবনে প্রয়োজনীয় চারটি পুরুষার্থ স্বীকার করা হয়েছে– যথা- ১. 'ধর্ম' ২. 'অর্থ' ৩. 'কাম' ৪. 'মোক্ষ'।

'ধর্ম' বলতে সাধারণত বোঝায় যা ধারণ করে রাখে। ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যাখা রয়েছে এবং তা মানবজীবনে কি ভাবে কার্যকর তার ও ব্যাখা তারা দিয়েছেন। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে

'ধর্ম'কেই প্রথম পুরুষার্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে,দ্বিতীয় পুরুষার্থ হল 'অর্থ'এই পার্থিব জগতে বসবাস করার জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে, অর্থ আমাদের পার্থিব কামনা পূরণ করে, জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করে, তবে অর্থ কে যে সর্বদা ধর্ম দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত কিন্তু বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অর্থ ধর্ম দ্বারা পরিচালিত নয়, অর্থাৎ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন অসৎ উপায়ে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি। তৃতীয় পুরুষার্থ হল কাম, ভারতীয় নীতি শাস্ত্রে বৈদিক শাস্ত্রে আমাদের ইন্দ্রিয় কে সংযত ভাবে ইন্দ্রিয়ের চাহিদা গুলো পরিপূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু এক্ষেত্রে ও আমারা দেখতে পাই বর্তমান সমাজে কাম ধর্ম দ্বারা পরিচালিত নয়, যার ফল স্বরূপ বর্তমান সমাজে শিশু কন্যা এবং নারীদের জীবন সংকটের মুখে, খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায় নানা ঘটনা। চতুবর্গ পুরুষার্থের চতুর্থ এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হলা 'মোক্ষ' মোক্ষ বলতে বোঝায় আত্মার মুক্তি, জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ভব বন্ধন থেকে মুক্তি, তাই 'মোক্ষ' যাকে লাভ করলে আর কিছুই কামনা করার থাকে না, সকল প্রয়োজনের অবসান ঘটে,তাই হল পরম 'পুরুষার্থ'|

বর্তমান সমাজে মানুষ তাঁর জীবনে পুরুষার্থের গুরুত্ব ভুলে অসৎ উপায়ে ধর্মের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যেভাবে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে এই প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে চতুবর্গ পুরুষার্থ কী ভাবে আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি এবং সকলে ভালো থাকতে পারি ও একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

মানব জন্ম হল শ্রেষ্ঠ জন্ম আর এই শ্রেষ্ঠ জন্ম সর্বচ্চো শ্রেষ্ঠ ভাবে, সুন্দর সুন্দর ভাবে এবং সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রে চতুবর্গ পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই চতুবর্গ সাধনের উপায় ও বলা হয়েছে।

চতুবর্গ পুরুষার্থের প্রথম পুরুষার্থ হল 'ধর্ম'। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রতয় যোগ করে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি। ধৃ+মন্ = 'ধর্ম'। 'ধর্ম' বলতে সাধারণত বোঝায় যা ধারণ করে রাখে। ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যাখা রয়েছে এবং তা মানবজীবনে কি ভাবে কার্যকর তার ও ব্যাখা তারা দিয়েছেন-

"অর্থ' ও 'কামের'মতো 'ধর্ম'ও পরত: মূল্যবান পুরুষার্থ- স্বতমূল্যবান পরম পুরুষার্থ ' মোক্ষলাভের আবশ্যিক উপায় হিসেবেই 'ধর্ম' প্রয়োজনীয়।"[১]

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে 'ধর্ম' কেই প্রথম পুরুষার্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ হল ধর্ম কে পরিত্যাগ করে জীবনের কোনো অভিষ্ট ই লাভ করা যায় না, বেদ উপনিষদে বলা হয়েছে যা ধর্মের দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত হয় এবং নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। ঋগবেদ অনুযায়ী 'ঋত' জীব জগৎ ও জড় জগৎ কে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে তাই ঋগবেদে 'ঋত'কেই ধর্ম বলা হয়েছে। জগতের প্রত্যেক জড়, জীব, মানুষ, প্রাণী তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব নিয়ম আছে স্বভাব আছে এবং প্রত্যেকে নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী চলে সেটাই তার 'ধর্ম'। । যেমন আগুনের স্বভাব তেজ জলের স্বভাব- রস, বায়ুর স্বভাব- স্পর্স, ইত্যাদি।

লৌকিক অর্থে ধর্ম বলতে বোঝায় 'ঈশ্বর আরাধনা' কিন্তু ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্রে এবং নীতি শাস্ত্রে সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতে 'ধর্ম' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। লৌকিক অর্থে ব্যবহার হয় নি। ধর্ম শাস্ত্র এবং নীতি শাস্ত্র অনুযায়ী 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ হলো – শাস্ত্র সম্মত সামাজিক আচারন বিধি যা প্রত্যেক মানুষের তার বর্ন ও আশ্রম অনুসারে অনুসরণীয় অর্থাৎ সমাজে বসবাস করে নিজের এবং অপরের কল্যাণের জন্য যেসব আচরণ বিধি অনুসরণ করতে হয় সেটাই তার 'ধর্ম'।

'ধর্ম'সম্পর্কে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা তে তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে-

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ,পরধর্মো ভয়াবহঃ।"[২]

অর্থাৎ নিজের ধর্ম বলতে এখানে নিজ কর্তব্য কর্ম কে বোঝানো হয়েছে এবং নিজ কর্ম ত্রুটিপূর্ণ হলেও তা পালন করা উত্তম; অন্যের ধর্ম বা কর্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করার চেয়ে নিজের ধর্ম পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয়, কারণ অন্যের ধর্ম ভয়ংকর।

মান্ডুক্য উপনিষদ ও ছান্দগ্য উপনিষদ, পদ্ম পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণে দশ রকম ধর্ম অর্থাৎ নৈতিক কর্মের উল্লেখ আছে। যথা- ১. অহিংসা ২. ক্ষমা ৩. ইন্দ্রিয় -নিগ্রহ ৪. দয়া ৫ .শৌচ ৬. দান ৭. সত্য ৮.তপস ৯. অস্তেয় ১০ জ্ঞান।

এছাড়া মনু সংহিতায় মনু ধর্ম কে দুভাগে ভাগ করেছেন-

(ক) সাধারণ ধর্ম এবং (খ) বিশেষ ধর্ম।

সাধারণ ধর্ম আবার ১০ টি যথা- ১. ধৃতি : ধৃতি বলতে বোঝায় নিজের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত না হওয়া|

২. ক্ষমা: অপরাধ কে মার্জনা করা ।

৩. দম: সহনশীল ও ধৈর্যশীল হওয়া|

৪. অস্তেয়: অন্যের দ্রব্যের প্রতি লোভী না হওয়া, চুরি না করা, এবং অন্যের জিনিস নিজের বলে দাবি না করা|

৫. শৌচ: শারীরিক দিক থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং মানসিক শৌচ।

৬. ইন্দ্রিয় -নিগ্রহ: ইন্দ্রিয় কে নিয়ন্ত্রণ করা ইন্দ্রিয় দ্বারা যেন আমারা পরিচালিত না হই|

৭. ধী: ধী বলতে বোঝায় নিজের বিচার শক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া|

৮. বিদ্যা: বিদ্যা বলতে বোঝায় জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান|

৯. সত্য: বিশ্বের নৈতিক শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়া|

১০. অক্রোধ: নিজের রাগ কে নিয়ন্ত্রণে রাখা, কথায় কথায় রেগে না যাওয়া।

বিশেষ ধর্ম কে আবার দু ভাগে ভাগ করেছেন- (ক) বর্নধম (খ) আশ্রম ধর্ম।

(ক) বর্নধম: এই জগতে প্রতিটি জীবের মধ্যে তিনটি গুন থাকে এই তিনটি গুন হলো সত্ত্ব, রজ:, তম:, এবং এই গুন গুলি সাংখ্য দর্শন এবং 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'তেও স্বীকার করা হয়েছে। এই গুন গুলির দ্বারা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানসিক প্রবনতা নির্ধারিত হয়। তবে গুন গুলি সকলের মধ্যে সমান ভাবে থাকে না। কারো মধ্যে 'সত্ত্ব'গুনের প্রবণতা বেশি,কারো মধ্যে 'রজ:' গুনের প্রবণতা বেশি,কারো মধ্যে আবার 'তম:' গুণের প্রবণতা বেশি। এই গুনের প্রধানের ভিত্তিতে ভারতীয় 'বর্ণধর্ম ' বিভাগ স্বীকৃতি হয়েছে এবং ভারতীয় নীতি বিদ্যায় চারটি বর্ণের কথা বলা হয়েছে- ১. ব্রাহ্মণ, ২. ক্ষত্রিয়, ৩. বৈশ্য, ৪. শূদ্র এবং 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' তে 18 নং অধ্যায়ের 41নং শ্লোকে বলা হয়েছে –

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্ গুণৈঃ॥"[3]

অর্থাৎ হে পরন্তপ (অর্জুন), ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমূহ তাদের স্বভাবজাত গুণ থেকে উৎপন্ন হয়ে পৃথকভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

অর্থাৎ, নিজের গুণ (স্বভাব) অনুযায়ী নিজের কর্ম করা উচিত।শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে ও এই বর্ণ বিভাগ করাহয়েছে গুন ও কর্মের ভিত্তিতে সত্ত্ব প্রধান ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান হলো প্রধান যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মানুষ তাদের কাজ হলো শিক্ষা দান করা, ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করা জ্ঞান চর্চা করা ধর্ম রক্ষা করা। 'রজ:' প্রধান ব্যক্তি হবে কর্মী প্রধান যেমন ক্ষত্রিয় গন তাদের ধর্ম যুদ্ধ করা দেশ কে রক্ষা করা। 'ত্বম' প্রধান ব্যক্তির মধ্যে জড় স্বভাব

বেশি দেখা যায়, যেমন বৈশ্য এবং শূদ্র শ্রেনীর মানুষ তাদের কাজ ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকাজ করা| যার মধ্যে যে গুন তাকে সেই গুনের ভিত্তিতে সেই কাজ করার কথা বলা হয়েছে| আমরা যদি নিজেদের গুনগুলো বুঝে নিজের গুন অনুযায়ী কর্ম করি নিজের কর্ম টা ভালোবেসে করতে পারবো| আমাদের উচিত নিজেদের গুন অনুযায়ী কর্ম করা|

(খ) আশ্রম ধর্ম: আশ্রম ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষ মোক্ষলাভ এর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কোন বয়সে কোন সময়ে আমাদের কি করা উচিত তার ভিত্তিতে আশ্রম ধর্ম কে চার টি শ্রেণিতে বিভাগ করা হয়েছে যথা- ১. ব্রহ্মচর্য, ২. গার্হস্থ্য, ৩. বানপ্রস্ত, ৪. সন্ন্যাস |

(১) ব্রহ্মচর্য: গুরুকূলে থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জন করত, অর্জন করত, প্রশিক্ষণ পেত, বেদ পাঠ করত এবং বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতো, গুরুর প্রতি সেবা শ্রদ্ধা, চারিত্রিক গঠন এবং নিজের ইন্দ্রিয় কে কিভাবে নিয়ন্ত্রন অর্থাৎ সংযম করতে হয় সে জ্ঞান সব তারা ভালোভাবে শিখে যেত এবং পরবর্তী আশ্রম গার্হস্থ্য ধর্ম এর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করত। ০ থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলা হয়েছে|

(২) গার্হস্থ্য: ২৫ বছরের পরের থেকে শুরু হত গার্হস্থ্য জীবন| বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাম কে সংযত ভাবে পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে এবং সংসার জীবনে বিভিন্ন ধরনের র্কতব্য কর্ম পালন করার কথা বলা হয়েছে, যেমন ঋণ পরিশোধ প্রসঙ্গে পাঁচ ধরনের যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। যথা- (১) ঋষিযজ্ঞ (২) পিতৃযজ্ঞ, (৩) দেব- যজ্ঞ (৪) নৃ- যজ্ঞ (৫)ভূতযজ্ঞ।

৩. বানপ্রস্ত: ৫০ বছরের পর ব্যক্তি সংসারের দায়িত্ব ধীরে ধীরে সন্তানের হাতে তুলে দিয়ে বনে গিয়ে জীবনযাপন করেন, ধ্যান প্রার্থনা করেন এবং অধ্যাত্মিক জীবনের দিকে মনোনিবেশন করেন।

৪. সন্ন্যাস: ৭৫ বছর বয়সে সন্ন্যাস এই সময়ে ব্যক্তি পুরোপুরি সংসার ধর্ম ত্যাগ করে মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর চিন্তা করেন, ধ্যান ও তপস্যায় লিপ্ত হন।

আশ্রম ধর্ম অনুসরণ করলে মানুষের জীবন সুশৃঙ্খল ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং আশ্রম ধর্মে পালিত শিক্ষা-দীক্ষা, দায়িত্ব -কর্তব্য কর্ম,বৈরাগ্য যা ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে পরিচালিত করে| সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করতে মানব জীবনে আশ্রম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে|

কিন্তু বর্তমানে এই গুলির একটিও সঠিক ভাবে পালিত নয় ৭ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত যেখানে ছাত্রছাত্রীদের ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলা হয়েছে সেখানে তারা বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচর্য হীন অনেকে আবার ২৫ বছরের আগেই বিবাহ জীবন শুরু করছে সংসার জীবনে প্রবেশ করে নিজের কর্তব্য গুলো সঠিক ভাবে পালন করছে না, স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রেম প্রীতির অভাব, শিক্ষার অভাব জ্ঞানের অভাব কোথাও না কোথাও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে আবার বিবাহ জীবন সংসার জীবন বাদ দিয়ে একবারে সন্ন্যাস ভাবে জীবন যাপন করছে।

দ্বিতীয় পুরুষার্থ হল অর্থ:

জীবন যাপন করার জন্য অর্থের যে প্রয়োজন আছে ভায়তীয় নীতিশাস্ত্রে তা কখনো অস্বীকার করা হয়নি | কৌটিল্য তাঁর "অর্থশাস্ত্রে" বলেছেন-

"অর্থমূলৌ ধর্ম কামৌ|"[৩]

অর্থাৎ ধর্ম এবং কাম এই দুটির মূল হলো অর্থ| অর্থ ছাড়া ধর্ম পালন করা যায় না যেমন দান করা যায়না সামাজিক কর্তব্য পালন করা যায় না। তেমন অর্থ ছাড়া কাম বা ইচ্ছা ও পূরণ করা যায় না| সুখের মূল হল 'অর্থ', অর্থ না থাকলে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় পুষ্টি কর খাবার ঠিক মতো খেতে পারবে না এবং পুষ্টি কর খাবার না পেলে ব্যক্তি শারিরিক এবং মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পরবে ফলে ব্যক্তি তার কর্তব্য কর্ম করতে ব্যার্থ হবে

আধ্যাত্মিক লাভে ও ব্যার্থ হবে। এছাড়া বাসস্থান বানানোর জন্য , অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। অর্থ মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য আনে, এবং জীবনে সুখ শান্তি আসে। অর্থ না থাকলে মানুষকে দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করতে হয়, জীবনে অশান্তি দেখা দেয়| মানবজীবনে সুখ সরাসরি অর্থের উপর নির্ভরশীল।

"বৃত্তিমূলমর্থ:" ।[৫]

অর্থাৎ জীবিকার মূল অর্থ হলো 'অর্থ'।

মানুষ তার মূল্যবান সময় দিয়ে নিজের পারিশ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করে। সমাজে কর্মসংস্থান না থাকলে সমাজে অস্তিরতা সৃষ্টি হয়, অপরাধমূলক কাজ বাড়ে, তাই সে ক্ষেত্রে সরকারের ও সমাজে কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

মানব জীবনে অর্থের যেমন গুরুত্ব রয়েছে ব্যক্তি মানুষ কিভাবে এই অর্থ উপার্জন করছে সেটাও খুব গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। অর্থ কে উর্পাজন করতে হবে সৎভাবে ন্যায় সংগত ভাবে এবং ব্যায় ও করতে হবে সৎভাবে ন্যায় সংগত ভাবে। অর্থ উপার্জন করতে হবে ধর্ম বা নৈতিকতা মেনে, প্রতারণা করে, ঘুষ দিয়ে, চুরি করে অর্থ উপার্জন করা যাবেনা। সৎপথে পরিশ্রম করে ধর্ম বা নৈতিকভাবে উর্পাজন করা অর্থ স্থায়ী এবং কল্যান্ কর হয়। অসৎ পথে উপার্জন সমাজকে ধংসের দিকে নিয়ে যায়। অর্থ শুধু নিজের জন্য নয় সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তিকে এমন ভাবে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবতে হবে কাজ করতে হবে যেন তার কাজটি দ্বারা অন্য ব্যক্তি উপকৃত হয় সমাজের উন্নত হয়।

কিন্তু বর্তমান সমাজে অনেকে অসৎ পথে অর্থ উর্পাজন করছে ধর্ম বা নৈতিকতা মেনে অর্থ উপার্জন করছে না, এবং অসৎ কাজে অসৎ ভাবে অর্থ ব্যায় করছে, ফলে সমাজে দুর্নীতি, হিংসা, মারামারি, বৈষম্য ও নৈতিকতা অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে| চাকরিতে ঘুষ, চোরাই পথে ব্যবসা বাণিজ্য, অত্যাধিক লাভের আশায় বা বেশি পরিমাণে অর্থ উপার্জনের জন্য খাবারে ভেজাল যে খাবার খেয়ে আমরা ধীরে ধীরে দূর্বল এবং অসুস্থ হয়ে পরছি নিজেদের অজান্তেই| এছাড়া চাষি ও অত্যাধিক লাভের জন্য অর্থ উপার্জনের জন্য নানা ধরনের সার, কীটনাশক ব্যবহার করে যেগুলি আমাদের কোনো না কোনোভাবে ক্ষতি করছে| বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভোগবাদী মানসিকতা কাজ করছে বেশি টাকা মানে বেশি সন্মান, কার থেকে কে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারে যেন এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলছে, মাসে মাসে দামি ম্যাটেরিয়ালস জিনিস কার থেকে কে বেশি দামী জিনিস ব্যবহার করতে পারে, অর্থের গুরুত্ব রয়েছে মানব জীবনে তা কখনো অস্বীকার করা যায় না কিন্তু অর্থের পিছনে ছুটতে ছুটতে কিছু মানুষ নিজের ভালো থাকাটাই ভূলে যাচ্ছে, নিজের শরীরের যত্ন নিতে ভুলে যাচ্ছে নীতি নৈতিকতা ভূলে যাচ্ছে অর্থাৎ কিছু মানুষ অর্থ কেই জীবনের পরম পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে, মোক্ষ এর কথা ভূলে গেছে, মানব জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন আর শ্রেষ্ঠ জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছে।

অর্থ কখনোই খারাপ নয় অর্থ আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অর্থ উপার্জনের মাধ্যমটা যদি অসৎ হয় সেটা আমাদের মানবজীবনে সমাজে খুবই ক্ষতিকর, সমাজ কে ধংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে| আমাদের সকলের উচিত সঠিক ভাবে সঠিক পথে অর্থ উপার্জন এবং সঠিক কাজে অর্থ ব্যায় করা| কতটা অর্থ উপার্জন করা প্রয়োজন কতটা সঞ্চয় করা কতটা ব্যয় করা দরকার সে সম্পর্কে সকলের মধ্যে একটা স্পষ্ট ধারনা থাকা দরকার।

তৃতীয় পুরুষার্থ হলো 'কাম':

ভারতীয় নীতি শাস্ত্রে ভোগবাদের পরিবর্তে ত্যাগ বাদ কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে| চতুবর্গ পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হলো 'মোক্ষ', কিন্তু জৈবিক কামনা বাসনা, ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করতে না পারলে আমাদের মোক্ষ

লাভ সম্ভব নয় তাই ভারতীয় নীতি শাস্ত্রে মানুষের জীবনে দৈহিক সুখ ভোগকেও প্রয়োজনীয় বলা হয়েছে, এবং কাম পরিচর্যার জন্য: দম্পত্যরতির জন্য গৃহস্ত আশ্রমের উল্লেখ্য করা হয়েছে এছড়া সন্তান উৎপাদনের জন্য বংশ রক্ষায় জন্য, মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য কাম প্রয়োজনীয়। যৌন প্রবৃত্তি সহজাত প্রবৃত্তির অন্যতম, যাকে তৃপ্তি না করলে মানুষের জীবনে ভারসাম্য বিনিষ্ট হয়। এইজন্যই গৃহস্ত জীবনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংযত ভাবে কামের পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে। গৃহস্ত জীবনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কামের পরিচর্যা না করলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বাভাবিক হতে পারে না অবিবাহিত মানুষ সম্পূর্ণ নয় অসম্পূর্ণ অর্ধ মানুষ|

মহর্ষি ব্যাৎসায়ন তাঁর 'কামসূত্রে' বলেছেন-

"ধর্মার্থ কামানাং সম্যগ্ অনুষ্টানং জীবণাম্".[৬]

অর্থাৎ মানুষের জীবনে তিনটি লক্ষ্য আছে- ধর্ম বা নৈতিকতা, অর্থ বা সম্পদ, কাম বা ইচ্ছা/ প্রেম, এবং এই তিনটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই প্রকৃত জীবন| কাম আমাদের জীবনে আনন্দ ও তৃপ্তি এনে দেয়| জীবনে শুধু কর্তব্য বা অর্থ উপার্জনই যথেষ্ট নয় ; আমাদের জীবনে সুখ আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তির ও প্রয়োজন আছে| প্রেম, সঙ্গ, সৌন্দর্যের অনুভূতি সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ - এইসব কামেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলি মানুষের জীবনকে আনন্দময় ও সমৃদ্ধ করে|কাম (ইচ্ছা/ প্রেম) সকল প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান| সুতরাং কাম কখনোই খারাপ হতে পারে না| ধর্ম ,অর্থ ,ছাড়া কাম পরিচর্যা অসম্পূর্ণ থেকে যায়| ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে যে কাম কখনোই অনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়| কাম কে সর্বদা ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হতে হবে এবং অর্থের সঠিক ব্যাবহারের মাধ্যমে পূরন করার কথা বলা হয়েছে।

আর্থাৎ নৈতিক ও সামাজিক নিয়ম মেনে কাম উপভোগ করাই শ্রেয়।

"ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ সর্বার্থসাধনম্।"[৭]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণই জীবনের সাফল্যের মূল| কাম মানুষের মানসিক ও আবেগ প্রর্ণতা প্রদান করে| মানুষের জীবনে ভালোবাসা, স্নেহ, সৌন্দর্য বোধ ও আবেগ এর গুরুত্ব অপরিসীম|কাম এই আবেগ গুলিকে পরিপূর্ণতা দেয় এবং মানুষের জীবনকে ভারসাম্য পূর্ণ করে তোলে।

ভারতীয় দর্শনে কাম কে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরুষার্থ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে, তবে কাম কে সর্বদা ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাম মানুষের জীবনকে সুখী, সুশৃঙ্খল ও সার্থক করে তোলে মানুষকে মোক্ষ লাভের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করে।

কিন্তু বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কাম ধর্ম দ্বারা পরিচালিত নয়, যার ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাই বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল বোধের অবক্ষয়। মানুষ কেবল নিজের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ কেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে এবং ধর্মীয় নৈতিক নিয়ম কে উপেক্ষা করছে। যার ফলে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ এর বাইরে চলে যাচ্ছে, এছাড়া আধুনিক সমাজে মানুষ এত বেশি ভোগ বিলাশ, আমাদ- প্রমোদে আগ্রহী হয়ে পরছে যে মানুষের মধ্যে কাম অনিয়ন্ত্রণ হয়ে পরছে এবং কাম কে কেবল ইন্দ্রিয় সুখ ভাগের জন্য ব্যবহার করছে। এছাড়া বর্তমান সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব বিজ্ঞাপন,সিনেমা, নানা ধরনের কন্টেন্ট অশ্লীল ভিডিও যা মানুষের কাম নিয়ন্ত্রণে রাখার একটা বড়ো বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। সমাজে আজ কাম যে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পরেছে তার প্রভাব পরছে বিশেষ করে ছোট ছোট শিশু কন্যাদের উপর, নারীদের উপর,খবরের কাগজ খুললেই আমরা দেখতে পাই তার ভয়াবহ দৃষ্টান্ত। সুতরাং অনেকক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কাম ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

চর্তুবগ পুরুর্ষাথের চতুর্থ এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হলা 'মোক্ষ' ভারতীয় নীতি শাস্ত্রে মোক্ষ বা মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছ। মোক্ষ বা মুক্তি হচ্ছে আত্মার মুক্তি, জীবন যন্ত্রনা থেকে মুক্তি আত্মার

মুক্তি। এই মুক্তি বা মোক্ষ কে বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে | যেমন বৌদ্ধ দর্শনে এই মোক্ষ কে বলা হয়েছে 'নির্বাণ '।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মোক্ষ লাভের তিনটি পথের উল্লেখ্য করা হয়েছে - জ্ঞানমার্গ, র্কমমাগ , ভক্তির্মাগ| যারা জ্ঞানমার্গী তাঁরা জ্ঞানমার্গ পথধরে পরমার্থ লাভে আগ্রহী হন। আর যাদের মধ্যে অনুভূতি প্রবন তাঁরা ভক্তিমার্গী ভক্তির পথ ধরে তারা পারমার্থ লাভে আগ্রহ হন। আর যাদের মধ্যে ইচ্ছা সংকল্প প্রবল তাঁরা কর্মমার্গী অর্থাৎ তারা কর্মের পথ ধরে পরমার্থ লাভে আগ্রহী হন। প্রবনতা অনুসারে মার্গ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য কিন্তু সকলের মধ্যে এক সেটা হল 'মোক্ষ '।

বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন মার্গ স্বীকার করা হয়েছে যেমন- জৈন মতে মোক্ষ লাভের পথ হল সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চরিত্র। এই তিনটি কে একত্রে বলাহয় ত্রিরত্ন। জৈন শাস্ত্রে সম্যক দর্শন বলতে বোঝায় সত্যের প্রতি সঠিক বিশ্বাস বা আস্থা। অর্থাৎ, জৈন ধর্মের মূল তত্ত্ব—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ ইত্যাদির উপর সঠিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা।

সম্যক এঞান বলতে বোঝায় সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা। আত্মা ও অনাত্মা, বন্ধন ও মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ ও নিঃসন্দিগ্ধজ্ঞান।

সম্যক চরিত্র বলতে বোঝায় সৎ আচরণ এবং সৎ পথে জীবনযাপন।পঞ্চ মহাব্রত: অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, পালনের কথা বলা হয়েছে। জৈনগন জ্ঞানমার্গ এবং কর্মমার্গ উভয়কেই মোক্ষ সাধনের পথ হিসাবে স্বীকার করেছেন তাই একসঙ্গে জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদী বলা হয়। আত্মার মধ্যে সুক্ষ্ম রুপে পুদ্গল সমূহের প্রবিষ্ট হওয়া কে জৈন পরিভাষায় আস্রব বলে। আর এই আস্রব এর পথ প্রতিরোধ করার উপায় হলো 'সংবর' ও 'নির্জর। সংবর আস্রব কে রোধ করে। নির্জর কর্ম জনিত পুদ্গলকে বিনিষ্ট করে। সংবর এর জন্য নতুন কর্ম পুদগল আত্মাতে প্রবেশ করতে পারেনা। নির্জর এর জন্য সঞ্চিত কর্ম - পুদগল বিনিষ্ট হয়| জৈন মতে তাই অস্রব সংসার দশার কারণ এবং সংবর ও নির্জর মোক্ষের কারন| জৈন মতে জীবদ্ধ দর্শাতে ও মোক্ষ লাভ সম্ভব।

বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষ লাভের উপায়: বৌদ্ধ দর্শন মতে আমাদের দুঃখের মূল কারণ হল ' অবিদ্যা'। আর এই অবিদ্যা দূরীভূত হলে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব দুঃখের এই অত্যান্তিক নিবৃত্তিকে বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব চারটি মহান আর্য সত্যের কথা বলেছেন যথা- ১. দুঃখ আছে, ২. দুঃখের কারন আছে, ৩. দুঃখ নিরোধ, ৪. দুঃখ নিরোধ মার্গ।
দ্বিতীয় আর্য সত্যে দুঃখের কারণ রুপে দ্বাদশ নিদান এর কথা বলা হয়েছে– ১. অবিদ্যা ২. সংস্কার ৩. বিজ্ঞান ৪. নামরুপ ৫. ষড়ায়তন ৬. স্পর্শ ৭. বেদনা ৮. তৃষ্ণা ৯. উপদান ১০. ভব ১১. জাতি ১২. জড়ামরণ।

চর্তুথ আর্য সত্যে বলা হয়েছে দুঃখ নিরোধ মার্গ এর কথা| দুঃখ নিবৃত্তির এই মার্গ বা পথকেই বৌদ্ধ দর্শনে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ ' বলা হয়েছে| এই আটটি মার্গ হলা - ১. সম্যক দৃষ্টি ২. সম্যক সংকল্প ৩. সম্যক বাক ৪. সম্যক কর্মান্ত ৫. সম্যক আজীব ৬. সম্যক ব্যায়ম ৭. সম্যক স্মৃতি ৮. সম্যক সমাধি বৌদ্ধ গণ জ্ঞান কর্ম সমুচ্চয়বাদী অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞানমার্গএবং কর্ম মার্গের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আবার সাংখ্য- যোগ মতে জ্ঞান মার্গ অনুসরন করেই মোক্ষলাভ সম্ভব| পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির উপায়| জীবন সুখ- দুঃখ মিশ্রিত| তবে সুখ দুঃখ উভয় থাকলেও জীবনে সুখ অপেক্ষা দঃখের পরিমাণ অনেক বেশি, সফলতা অপেক্ষা ব্যর্থতা অনেক বেশি| কোনো জীব অল্পাধিক দুঃখকে পরিহার করতে পারলেও জ্বরা , ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হতে পারেনা এই জন্য সাংখ্য কার গন বলেন জীবন দুঃখময়| সাংখ্য দর্শনে তিন প্রকার দুঃখের উল্লেখ্য করা হয়েছে -

১. আধ্যাত্মিক ২. আধিভৌতিক৩. আদি দৈবিক।

মানুষ মাত্রই এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তি কামনা করে| ঈশ্বর কৃষ্ণ বলেছেন -

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ।"[৪]

অর্থাৎ, মানুষ তিন ধরনের দুঃখে কষ্ট পেয়ে এমন একটি উপায় খুঁজতে চায় এবং মনে জিজ্ঞাসা জাগে, যা দুঃখকে সম্পূর্ণ ও চিরতরে দূর করতে পারে।এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ ই হচ্ছে 'বন্দন' বা 'বদ্ধদশা'| আর এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তিই হলা মোক্ষ বা 'কৈবল্য'।

ন্যায়- বৈশেষিক দর্শন মোক্ষলাভ এর মার্গ হিসেবে জ্ঞানমার্গ কে স্বীকার করেছেন। এবং ন্যায় বৈশেষিক মতে তত্বজ্ঞানেই মুক্তি। তত্ত্ব বলতে বোঝায় বারটি প্রমেয় যথা- আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্ম, ফল , দুঃখ, ও অপবর্গ। এই বারটি প্রমেয় পদার্থ সর্ম্পকে জ্ঞান লাভই মোক্ষলাভের উপায়। এই প্রকার জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন,এবং নির্দিধ্যাসন। শ্রবণ বলতে বোঝায় শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করা কে; মনন বলতে বোঝায় শাস্ত্র বাক্যে কে বিচারপূর্বক গ্রহন করা কে এবং নিদিধ্যাসন বলতে বোঝায় তত্ত্বের প্রতি মনঃসংযোগ অর্থাৎ তত্ত্বে ধ্যানস্থ হওয়া।

মিমাংসক মতে মোক্ষ:

প্রাচীন মিমাংসক গন মনে করেন স্বর্গ স্বর্গলাভই হল পরমার্থ| এবং বেদ বিহিত কর্মের মাধ্যমেই স্বর্গপ্রাপ্তি সম্ভব। মিমাংসক মতে কর্ম তিন প্রকার যথা: (১) নিত্যকর্ম (২) নৈমিত্তিক কর্ম এবং (৩) কাম্য কর্ম।

নিত্যকর্ম বলতে বোঝায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যহিক কর্ম, যথা- প্রাতঃস্নান এটি নিত্য কর্ম| নৈমিত্তিক কর্ম বলতে বোঝায় বিশেষ উপলক্ষে কর্ম যেমন চন্দ্র গ্রহন উপলক্ষে স্নান, এটি একটি নৈমিত্তিক কর্ম| নিত্যকর্ম এবং নৈমিত্তিক কর্ম করার ক্ষেত্রে কোনো কামনা থাকে না তাই এই দুটি কর্ম কে নিষ্কামকর্ম মনে করা হয়। স্বর্গলাভ এর কামনায় যে যাগ- যজ্ঞ আনুষ্ঠান করা হয় তা কাম্যকর্ম।

কিন্তু নব্য মীমাংসক প্রভাকর মিশ্র কুমারিল ভট্ট স্বর্গ প্রাপ্তির পরিবর্তে মোক্ষ লাভকেই পরম পুরুষার্থ বলেছেন। তাঁরা মনে করেন কেবল বেদ বিহিত কর্ম করলেই মোক্ষলাভ হয় না, আত্মজ্ঞানের ও প্রয়োজন আছে। প্রভাকর মতে নিষ্কাম কর্ম ও আত্ম জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ সম্ভব। নব মিমাংসক গন কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ দুই স্বীকার করায় নব মীমাংসক গন জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদী।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে মোক্ষ:

অদ্বৈত বেদান্তী আচার্য্য শঙ্করাচার্য কেবল 'জ্ঞানমার্গ' কেই মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট পথ বলেছেন। শঙ্করাচার্যের মতে কর্মের পথ অবলম্বন করে মোক্ষলাভ হয় না, কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সহাবস্থান সম্ভব নয়। তাঁর মতে অজ্ঞানই আমাদের বন্ধনের কারণ। আর জ্ঞানেই মুক্তি। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ- জ্ঞানই মুক্তি এই প্রকার জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। শ্রবণ বলতে বোঝায় বেদন্তবাক্য মহাবাক্য শ্রবণ 'তত্ত্বমসি' আর মনন বলতে বোঝায় বেদবাক্য মহাবাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ- 'ব্রহ্মই একমাত্র সৎ'। আর নিদিধ্যাসন বলতে বোঝায় ব্রহ্মকে ধ্যানের বস্ত করে জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি। আর এই অভেদ উপলব্ধিই মোক্ষ বা মুক্তি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত মতে মোক্ষ:

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব, বৈদান্তিক আচার্য্য রামানুচার্য ভক্তির্মাগ কেই মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলেছেন। তবে তিনি জ্ঞান ও কর্মকে নিস্প্রয়োজন বলেননি। ভক্তি ও কর্মের ও প্রয়োজন আছে । নিত্য কর্ম করার মধ্য দিয়ে চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং চিত্ত শুদ্ধি হলে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। আর এই আত্মজ্ঞানের পরিনতি হল 'ভক্তি' ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি হচ্ছে মুক্তির আসল উপায়। ঈশ্বর প্রসাদেই মোক্ষলাভ সম্ভব। রামানুজ জীবন্মুক্তি

অর্থাৎ জীবত অবস্থায় মুক্তি স্বীকার করেন না। রামানুজের মতে, বর্তমান দেহ বিনিষ্ট না হলে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

প্রাসঙ্গিকতা:

মানবজীবনে চতুবর্গ পুরুষার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । তবে বর্তমান সময়ে দাড়িয়ে চর্তুবগ পুরুষার্থ সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞাত । বর্তমানে যে বিশৃঙ্খল সমাজ বিশৃঙ্খল ভাবে মানুষের জীবন যাপন , মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভূলে দিশাহীন, নীতি নৈতিকতার অবক্ষয় যার ফলে সমাজ যেভাবে ধংসের দিকে এগোচ্ছে এই ধংসের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের কে চতুর্বগ পুরুষার্থ অনুসরন করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রে, ভারতীয় নীতি শাস্ত্রে যে ভাবে চতুর্বগ পুরুষার্থ 'ধর্ম', 'অর্থ', 'কাম', 'মোক্ষ',পালন করার কথা বলা হয়েছে বর্তমানে সেই সময় এসেছে বৈদিক শাস্ত্র নিজেদের জীবনে অনুসরন করার এবং আমারা যদি সঠিক ভাবে অনুসরণ করি আমাদের জীবন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। নীতিবিদ্যা। কলকাতা বিজয় পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৫০,৫১।
২। সেন, দেবব্রত। ভারতীয় দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭।
৩। গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিশাস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ২০০১।
৪। ঘোষ, পীযূষকান্তি, ও সেন গুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। নীতিবিদ্যা। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা,২০০৪ ।
৫। Mackenzie, John S. A Manual of Ethics. London: University Tutorial Press, 1892.
৬। Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass, 1960.

ফুটনোট:

[১]I. C. Sharma, Ethical Philosophies of India (London: George Allen & Unwin Ltd.), p. 93.
[২]Swami Gambhirananda, trans. Bhagavad Gita. Kolkata: Advaita Ashrama, 2000. Chapter 3, Verse 35, Page - 136.
[৩]Swami Gambhirananda, trans. Bhagavad Gita. Kolkata: Advaita Ashrama, 2000. Chapter 18, Verse 41, Page - 742.
[৪]Kautilya, The Arthashastra, trans. L. N. Rangarajan (Penguin Books), Book 1, Chapter7, pp. 63.
[৫]Kautilya, The Arthashastra, trans. L. N. Rangarajan (Penguin Books), Book 1, Chapter7, Page- 64.
[৬]Vātsyāyana, Kamasutra, trans. Wendy Doniger and Sudhir Kakar (New Delhi: Penguin Books, 2002), Part 1, Chapter 2, Page -24.
[৭]Vātsyāyana, Kamasutra, trans. Wendy Doniger and Sudhir Kakar (New Delhi: Penguin Books, 2002), Part 1, Chapter 2, Page - 25.
[৮]Īśvarakṛṣṇa. Sāṁkhya Kārikā. Translated by Swami Virupakshananda, Sri Ramakrishna Math, Chennai, Verse 1, Page – 1.